বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারিকৃত পরিপত্র।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ৩৩.৪৩.২৭.০০.০০.০১.২০০০-১০৭

তারিখ ঃ 29/05/2001 খ্রিস্টাব্দ
১৫/০২/১৪০৮ বঙ্গাব্দ

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহের (এনজিও) কার্যাবলী সমন্বয় ও পরিচালনার জন্য বিগত ২৭/৭/৯৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং-২২.৪৩.৩.১.০.৪৬.৯৩-৪৭৮ সংশোধনক্রমে সরকার বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 ও The Foreign contributions (Regualtion) Ordinance, 1982 এর আওতাধীনে সরকারের সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর অর্পণ করছে।

২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে ঃ

ক. এক ধাপে (One- Stop service) এনজিও নিবন্ধন ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন, অর্থছাড়করণ ও বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান ও নিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ;
গ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিবরণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন;
ঘ. এনজিও কার্যক্রমের সংযোগ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (monitoring), পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;
ঙ. সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন ফি/সার্ভিস চার্জ আদায়;
চ. মাঠ পর্যায়ে এনজিওদের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ;
ছ. দাতা সংস্থা/এনজিও সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
জ. এনজিও কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পরীক্ষা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ. এনজিও সমূহের হিসাব নিরীক্ষার জন্য চাটার্ড একাউন্টেন্ট তালিকাভূক্তকরণ;
ঞ. এনজিও সমূহের এককালীন অনুদান গ্রহণ অনুমোদন; এবং
ট. এনজিও সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়াবলী।

৩। উপরোক্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণের দায়িত্ব ব্যুরো পালন করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ এবং তাদের অধিনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ইত্যাদি এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলা প্রশাসকগণ যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৪। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর সমূহ বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওসমূহের সাথে কোনরূপ সমঝোতা স্মারক বা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পূর্বে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে পরামর্শ করবে। এ ধরণের চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পূর্বে বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থাটিকে অবশ্যই The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এর ৩(২) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত হতে হবে।

৫। এনজিওসমূহের প্রকল্প অনুমোদন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হবে ঃ

ক. এনজিও সমূহ যাতে সরকারের আইন ও নীতিমালার গন্ডীর মধ্যে তাদের কার্যপ্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

খ. সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প অথবা তার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিও মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। সরকার মনে করে যে, এনজিও সমূহ জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্য সমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

গ. বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও সমূহের নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়নের দায়িত্ব The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর বিধান মোতাবেক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধনের পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ৬.১ (ঘ) অনুচেছদ অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে। নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থার অতীত কার্যকলাপ বিবেচনা করা হবে।

ঘ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে পেশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পসমূহ প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করবে।

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমুহে এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রমের আওতাভূক্ত এলাকার নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ধর্ম, কৃষ্টির প্রতি যথাযথ সম্মান ও গুরূত্ব প্রদান করবে এবং এর উপর আঘাত আসতে পারে এরকম কোন প্রচার প্রচারনা বা কার্যক্রম পরিচালনা করবে না, বরং এগুলোর সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

চ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত এনজিও সমূহের প্রস্তাবিত প্রকল্প ছক তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা সেল দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পরীক্ষা করে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানাবে। প্রকল্পের কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে তার যথাযথ কারণ উল্লেখ এবং কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রস্তাব থাকলে তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের অধিনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর-এর মাধ্যমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে এবং কোন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প ছকের গন্ডি অতিক্রম করলে বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ নজরে এলে তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দৃষ্টি গোচর করবে।

ছ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন/১৯৯৮ এর ২২ (ছ) উপানুচেছদ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলাসমুহে কর্মরত এনজিও কার্যবলীর সার্বিক সমন্বয় তদারকী করবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বা প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট এনজিওর কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে মধ্যমেয়াদী মূল্যায়নও করতে পারবে এবং মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন বা চুড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় তাদেরকে কার্যক্রম সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করবে।৲

জ. পার্বত্য চট্টগ্রাম এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে। কমিটি প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় করবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ ঃ

(১)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ	-	আহ্বায়ক
(২)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	-	সদস্য-সচিব
(৩)	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্যবৃন্দ
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	-	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট সরকারী অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	জেলায় কর্মরত সকল এনজিও'র একজন করে প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৭)	এডাব (অউঅই)-এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীফ অথবা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য

ঝ. এনজিও সমূহ নিয়মিত তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক বরাবরে অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে। প্রতিবেদনের অনুলিপি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ঞ. বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের বিভাগের মধ্যে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষে একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ কাজটি সম্পাদন করবেন।

ট. জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিও সমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবেন।

ঠ. এনজিও সমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের হিসাব যে সকল ব্যাংক রাখবে তারা প্রতি ছয় মাস অন্তর সাহায্যের হিসাব (বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য এবং বিদেশ হতে আগত অথচ এ দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সাহায্য) বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক-কে প্রেরণ করবে।

ড. বাংলাদেশ ব্যাংক এনজিও সমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদানের বিবরণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বরাবরে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রেরণ করবে।

ঢ. কোন ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অর্থ ছাড়ের অনুমোদন পত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট এনজিওকে প্রদান করতে পারবে না।

ণ. কোন সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ অপব্যবহার ও অননুমোদিত কার্যক্রমের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেশের আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হবে।

ত. ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উপরের ব্যয় সমূহ ব্যাংক চেক মারফৎ প্রদেয় হবে। তবে কর্মকতা/কর্মচারীর বেতন-ভাতা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৬। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন ও বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ হবে ঃ

৬.১ নিবন্ধন ঃ

ক. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তিকে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর ৩(১) ধারা অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

খ. নিবন্ধনের আবেদন এফডি-১ ফরমে (সংলগ্নী-১) ৯টি অনুলিপিসহ দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের সাথে সংস্থার গঠনতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা, কর্মকান্ডের রূপরেখা (Plan of Operation), কর্মক্ষেত্রের অবস্থান ও বিবরণ (Location and Area of Operation), এবং সাহায্য প্রদানেচ্ছুক সাহায্য সংস্থা/সংস্থাসমূহের সম্মতিপত্র (letter of Intent) আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে । সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সংস্থার নির্বাহী কমিটিতে কোন সরকারী কর্মচারী অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। নিবন্ধন ফি বাবদ সরকারের প্রধান খাত ১-০৩২৩-০০০০-১৮৩৬ এর অধীনে "এনজিওদের রেজিষ্ট্রেশন, রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন, সার্ভিস চার্জ আদায়" এ গৌণ খাতে নির্ধারিত হারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে টাকা জমা করতে হবে এবং চালানের দুই কপি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে। নিবন্ধনের জন্য বিদেশী এনওিদের ক্ষেত্রে ১৫০০ ইউ এস ডলারের সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা এবং বাংলাদেশী এনজিওদের ক্ষেত্রে ১০,০০০/- টাকা ফি হিসাবে প্রদেয় হবে।

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন এনজিও সমূহকে আবেদন ফরম পূরণের ব্যাপারে পূর্ব পরামর্শ (Pre-counselling) প্রদান করবে যাতে সঠিকভাবে তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করে আবেদন পত্র দাখিল করা যায়।

ঘ. নিবন্ধনের আবেদন বিবেচনাকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত গ্রহণ করা হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে আবেদনটির উপর অভিমত প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত নীতির আলোকে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানিয়ে দেবে ঃ

১. সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র/সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত কিনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী বা নৈতিকতা বিরোধী অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছিলেন কিনা;
২. সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পরিচিতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজে অবস্থান;
৩. সমাজকল্যাণমূলক কাজে সংস্থার পূর্ব অভিজ্ঞতা; এবং
৪. সংস্থার নির্দিষ্ট কার্যালয় রয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে তথ্য।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত না পাওয়া গেলে নিবন্ধনের আবেদনটির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নাই বলে ধরে নেয়া হবে। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েকে ৩০ দিন পর তাগিদপত্র জারী করবে যাতে নিবন্ধনের আবেদনটি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট হতে পারে। সঠিকভাবে পেশকৃত আবেদন প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে সমুদয় কার্য সম্পাদন করে নিবন্ধন প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আবেদনকারী সংস্থাকে নিবন্ধন পত্র প্রদান করবে। উল্লেখ্য, উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে ব্যুরোসহ সকল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আবশ্যকীয়ভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। এই নিবন্ধন ইতিমধ্যে বাতিল করা না হলে পাঁচ বছরের জন্য তা বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান সম্ভব না হলে তা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গোচরীভূত করতে হবে।

ঙ. বৈদেশিক সাহায্যে স্বেচাসেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী নিবন্ধন পত্রে বিশদভাবে বিধৃত থাকবে এবং নিবন্ধন পত্রের অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করা হবে।

চ. সংস্থার কর্মকান্ডের রূপরেখা, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংস্থার কর্মসূচী The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 এর ২(ফ) ধারার সংজ্ঞানুসারে Voluntary Activities নয়, তা হলে ব্যুরো সংস্থার নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে ও পত্র দ্বারা তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করবে।

৬.২ নিবন্ধন নবায়ন ঃ

ক. এনজিও সমূহ নিবন্ধন প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রমের ছয় মাস পূর্বে আরো পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন নবায়নের নিমিত্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। আবেদনের সংগে নবায়নের জন্য ফি বাবদ বিদেশী এনজিও ১০০০ (এক হাজার) ইউএস ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত ৬.১ (খ) অনুচেছদে উল্লিখিত খাতে জমা দিবে ও চালানের ২টি প্রতিলিপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করবে।

খ. নিবন্ধন নবায়নের পূর্ববর্তী ৫ বছরের কর্মকান্ড সন্তোষজনক ছিল কিনা তা ব্যুরো কর্তৃক যাচাই করা হবে।

গ. আবেদনকারী সংস্থাকে গঠনতন্এ, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা ও বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ব্যুরোতে জমা দিতে হবে।

৬.৩ The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থাসমূহ স্বেচছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচছাসেবী সংস্থাকে নিবলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করে তাদের সংগৃহীত বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করতে পারবে ঃ

ক. সাহায্য গ্রহণকারী এনজিও/সংস্থাকে The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration & Control) Ordinance, 1961 এর আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে।

খ. সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা প্রণীত প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমের রূপরেখা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপরেখা থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক হয়েছে কিনা অর্থ প্রদানকারী সংস্থা তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৬.৪ অন্যান্য ফিঃ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর সঙ্গে নিবন্ধিত সকল এনজিও সংস্থার নাম পরিবর্তনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা; নিবন্ধন পএের ডুপ্লিকেট প্রাপ্তির জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ও সংস্থার গঠণতন্এ বা এর কোন ধারা পরিবর্তনের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত ৬.১(খ) অনুচেছদে উল্লেখিত খাতে জমা দিবে ও চালানের ২টি প্রতিলিটি আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

৭. প্রকল্প অনুমোদন ঃ

ক. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর ৪(২) ধারার বিধান মোতাবেক অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ/ব্যবহারের জন্য এনজিও সমূহকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাজেট পরীক্ষা, চলতি প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তির কাগজপত্র বিবেচনা পূর্বক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তির আদেশ জারী করবে এবং এই আদেশের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়সমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সাহায্য সংস্থার জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ করবে। প্রকল্পের ধারাবাহিকতার খাতিরে অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে বছরের প্রথমার্ধে অর্থ ছাড় করা যাবে।

খ. প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এনজিও কোনরূপ কার্যক্রম (Programme) গ্রহণ করতে পারবে না এবং এনজিও সমূহের কর্মকান্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে সকল বিদেশী দাতা সংস্থা/স্বেচছাসেবী সংস্থা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে বিভিন্ন স্বেচছাসেবী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা/স্বেচছাসেবী সংস্থাকে প্রশাসনিক ব্যয়

বৈদেশিক অনুদানে নির্বাহের জন্য এফডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তুত করে অর্থ ছাড়ের জন্য এফডি-২ ফরমের ৩টি অনুলিপিসহ অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

গ. প্রকল্পসমূহের অনুমোদন লাভের জন্য এনজিওসমূহ নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) এফডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তাবটির ৯ (নয়) টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। প্রয়োজনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওসমূহকে সরকারী নীতি অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্পের নির্ধারিত ছক পূরণের ব্যাপারে সহায়তা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবে। কোন প্রকল্প পস্তাব অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করার সময় সংস্থা তাদের ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত একই প্রকার প্রকল্পের (যদি থাকে) খাতওয়ারী নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ের নিরিখে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব অগ্রগতি কি ছিল তার বিবরণ সংযুক্ত করবে। কোন জেলায় ও উপজেলায় কত টাকা খরচ করা হবে তার সুনির্দিষ্ট বিভাজন এবং প্রকল্পে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান আছে তাদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণী (যথা - বেতনের স্কেল, ভাতাদি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ঘ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পস্তাবিত প্রকল্প সমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নেই বলে ধরে নেয়া হবে। পার্বত্য তিনটি জেলায় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এনজিও সমূহকে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে সম্মতি/অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করতে পারে। এনজিও সমূহ পার্বত্য জেলাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিয়মানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে।

ঙ. যদি প্রকল্পের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকে অথবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ থাকে তবে আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিস্তারিত অবহিত করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উক্ত আপত্তি বা সুপারিশসমূহ গ্রহণ করতে পারে অথবা আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরিক্ষার পর তা অগ্রহণযোগ্য মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবর্তন বা সংশোধন করে তা অনুমোদন করতে পারবে। তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও এর মতামত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করতে হবে।

ছ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

জ. প্রকল্পসমূহ একবর্ষী বা বহুবর্ষী হতে পারে। এনজিও সমূহ সরকরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৫ বছরমেয়াদী প্রকল্প দাখিল করতে পারবে। উল্লিখিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যুরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমাদন ও অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প প্রস্তাবে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জন করতে হবে। বহুবর্ষী প্রকল্প একবারে অনুমাদন করা হবে। প্রতি বছর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ সন্তোষজনক কিনা তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক পর্যালোচনার পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরবর্তী বছরের প্রকল্প অর্থছাড় করা হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখে এবং সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি না করে।

ঝ. সমতল অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য জেলাসমূহের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক এনজিওকে একই ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেয়া হবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে একাধিক খাতে/বিষয়ে একই এলাকায় একটি এনজিওকে কাজ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

ঞ. পার্বত্য চট্রগামের কোন জেলায় বিভিন্ন এনজিওকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন খাতে কাজ করার অনুমতি দেয়ার পর কোন নতুন এনজিও কাজ করতে চাইলে সাধারণতঃ যে সব এলাকায় এখনও যে সব খাতে কাজ শুরু হয়নি সে সব এলাকায় সে সব খাতে তাদের কাজ করার অনুমতি দেয়া হবে।

ট. কোন এনজিওকে পার্বত্য চট্রগামের কোন এলাকায় কোন বিষয়ে/খাতে কাজ করার অনুমতি প্রদান করার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্এণালয় উক্ত এনজিও'র পূর্বসুনাম, দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করবে। তবে শর্ত থাকে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় এনজিওর ক্ষেত্রে উল্লেখিত পূর্ব সুনাম, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য হবে। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্এণালয় এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করতে পারে।

ঠ. কোনক্রমেই পার্বত্য চট্রগ্রামের একই এলাকায় একাধিক এনজিও এক সাথে একই জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেনা। পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে এনজিওদের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদেয় সুদের হার যা সার্ভিস চার্জ বা অন্য যে কোন নামেই অভিহিত হোক না কেন, তা কোনক্রমেই ১২% এর অধিক হতে পারবেনা। এছাড়া ঋণ গ্রহীতাগণ যাতে গৃহীত ঋণ দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের অর্জিত আয় থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অধিকন্তু, পার্বত্য এলাকায় এনজিওদের ঋণ বিতরণ ও সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাসমূহে বিদ্যমান/প্রচলিত ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালার পরিপন্থী হতে পারবেনা।

ড. পার্বত্য চট্রগ্রামে কর্মরত এনজিওসমূহ সকল স্তরের লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় স্থায়ী অধিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে। স্থানীয় লোকজনকে নিয়োগ প্রদান করলে ভাষাগত ও কৃষ্টিগত সুবিধার কারণে এনজিও কার্যক্রম যেমন বাস্তবায়নের সুবিধা হবে তেমনি লোকজনের মধ্যে অহেতুক শংকা ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে। এটা পার্বত্য এলাকার বিরাজমান বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলা বা শুধুমাত্র পরুষ নিয়োগ না করে পুরুষ-মহিলা একটি যুক্তিসংগত অনুপাতে নিয়োগ করতে হবে।

৭.১ পুনর্বাসন প্রকল্প ঃ

ক. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) এফডি-৬ ফরমে যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

খ. আবেদনকারীর নিকট হতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তা সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্এণালয় প্রেরিত প্রকল্পের উপর ১৪ দিনের মধ্যে মতামত/সুপারিশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রেরণ করবে।

গ. কোন পুনর্বাসন প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান হলে ব্যুরো তা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

৭.২ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী ঃ

ক. বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগকালীন/দুর্যোগোত্তর সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে উদ্যোগী এনজিওসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্ধারিত এফডি-৭ ফরমে (সংলগ্নী-৩) সরাসরি ত্রাণ কর্মসূচি পেশ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্এণালয়কে অনুলিপি দিয়ে অবহিত রাখবে।

খ. প্রস্তাবিত কর্মসূচি/প্রকল্প প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যুরো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্এণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং তা

সংশ্লিষ্ট এনজিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্এণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্এণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করবে।

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বা সামগ্রী অবমুক্তির আদেশ জারী করবে।

ঘ. মাঠ পর্যায়ে ত্রাণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের স্বার্থে এনজিও সমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। জেলা প্রশাসকগণ এনজিও সমূহকে ত্রাণ কার্যে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ঙ. এনজিওসমূহ ত্রাণ কর্মসূচী সম্পন্ন করার ৬ সপ্তাহের মধ্যে সমাপনী প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং তার অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্এণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে প্রদান করবে।

৮. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার ঃ

ক. প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করার সময় এনজিও সমূহ প্রকল্প প্রস্তাবের সংগে প্রথম বছরের বৈদেশিক সাহয্য গ্রহণের আবেদন এফডি-২ (সংলগ্নী-৪) ফরমে ৩টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সাথে প্রথম কিস্তির বৈদেশিক মুদ্রার ছাড়পত্র প্রদান করবে। ব্যুরো এ ছাড়পত্রের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে প্রদান করবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পরবর্তী বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন এফডি-২ ফরমে পূরণ করে ৩টি অনুলিপিসহ ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের বিবরণী ও অনুদান ব্যয়ের বিবরণী এফডি-৩ (সংলগ্নী-৫) ফরমে ৩টি অনুলিপি সহ একই সাথে দাখিল করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি পরীক্ষা করে আবেদন প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

গ. হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমুদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রকল্পটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনের পূর্বে কোনক্রমেই উক্ত ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রাসংগিক প্রকল্পের টাকা উত্তোলন করা যাবে না। প্রকল্পওয়ারী পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকতে পারে। তবে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পের অর্থ কোন অবস্থাতেই খরচ করা যাবে না।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে ব্যুরো কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এবং ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অনুদানের উপর প্রাপ্ত সুদের অর্থ ব্যবহারের জন্য এনজিও সমূহ সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করিয়ে নেবে। এ জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের ৩টি অনুলিপি এফডি-৬ ফরমে দাখিল করবে। ব্যুরো ৩০ দিনের মধ্যে প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থ ছাড়পত্র জারী করবে। তবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল প্রকল্প থেকে ভিন্নধর্মী হলে প্রচলিত অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রস্তাবটি অনুমোদেন করবে।

৮.১ স্থাপিত তথা চলতি প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় মিশনসমূহ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বৈদেশিক সাহায্যে মিটাতে হলে এনজিও সমূহকে এফডি-৮ ফরমে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোত ৯টি অনুলিপিসহ পেশ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সঠিকভাবে প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্এণালয় ২১ দিনের মধ্যে মতামত প্রদান করবে। এনজিও হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৮.২ বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণ ঃ

ক. প্রতিটি স্বেচছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত অথবা বিদেশ হতে প্রেরিত কিন্তু এ দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল অর্থ সাহায্য যে কোন সিডিউল ব্যাংকের একটি মাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত এ প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার ষান্মাসিক হিসাব প্রতি বছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করবে।

গ. খরচের ভাউচারসমূহ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ বছর সংরক্ষিত থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ তাদের খরচের ভাউচারের অনুলিপি ৫ বছর সংরক্ষণ করবে।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবের বইসমূহ (Books of Accounts) নিবোক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে ঃ

১. বৈদেশিক সামগ্রী সাহায্যের ক্ষেত্রে এফডি-৫ (সংলগ্নী-১১) ফরমে এবং

২. বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে দূ-তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ক্যাশ বই এবং লেজার বইয়ের মাধ্যমে।

ঙ. উপরের 'ঘ' তে বর্ণিত হিসাব অর্ধ-বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে। একটি ১লা জুলাই হতে ৩১শে ডিসেম্বর এবং অপরটি ১লা জানুয়ারী হতে ৩০শে জুনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে।

৮.৩ বিদেশী বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা/কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

ক. নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদিত জনমাসের (man-month) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাদের বেতনের বিবরণ (বেতন বাংলাদেশের বাইরে থেকে গ্রহণ করলেও) প্রতি বছর ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পে বিদেশীদের চাকুরীতে নিয়োগের/নিযুক্তিকাল বৃদ্ধির আবেদন সংশ্লিষ্ট এনজিও নির্ধারিত এফডি-৯ (সংলগ্নী-৭) এ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ৫টি অনুলিপিসহ পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ বিষয়ে ৫০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আবেদন পত্রটি প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্র মন্এণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্এণালয় এ বিষয়ে আপত্তি থাকলে আপত্তির কারণ বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক ২৫ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে মতামত প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

৯. বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (এককালীন) গ্রহণ ও ব্যবহার ঃ

ক. The Foreign contributions (Regulation) Ordinance, 1982 এর বিধান অনুযায়ী বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (নগদ বা সামগ্রী) গ্রহণ এবং প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুরোর/সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ. কন্ট্রিবিউশনটি স্বেচ্ছাসেবামূলক (Voluntary Activities) কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্তির জন্য মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট আবেদন করতে হবে। কন্ট্রিবিউশন প্রাপক সংস্থাটি ব্যুরোতে নিবন্ধিত হলে এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্এণালয়ের তদন্ত আবশ্যক হবে না।

গ. এনজিও বহির্ভূত কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্এণালয় প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করবে।

ঘ. কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী এফসি-১ ফরমে (সংলগ্নী-৮) এবং প্রদানকারী এফসি-২ ফরমে (সংলগ্নী-৯) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়ে (যেখানে প্রযোজ্য) ৫টি অনুলিপি সহকারে আবেদন করবে।

ঙ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্এণালয় আবেদন প্রাপ্তির পর দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং কন্ট্রিবিউশন অবমুক্তির অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্এণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রদান করবে। কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী কন্ট্রিবিউশন ব্যবহারের ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১০. এনজিও কর্তৃক রক্ষিত হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ঃ

ক. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978-এর ৪ ও ৫ ধারা অনুসারে সংস্থাসমূহের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে।

খ. এনজিওসমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অর্ডার-১৯৭৩ অনুসারে চার্টার্ড একাউন্টেন্টগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এনজিওসমূহ অবশ্যই তালিকাভূক্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করাবে। নিরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় এনজিও সমূহ তাদের প্রকল্প ব্যয় থেকে নির্বাহ করবে।

গ. এনজিওসমূহ অর্থ বছর সমাপ্তির ২ মাসের মধ্যে হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে। সংস্থা সমূহ অডিট রিপোর্টের ৩টি অনুলিপি ব্যুরোতে দাখিল করবে। এতে ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

ঘ. নিরীক্ষক তার প্রতিবেদনের সাথে সংলগ্নী-১০ এ প্রদত্ত এফডি-৪ ফরমে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

ঙ. যে সকল নিরীক্ষক যথাযথভাবে সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করবেন না তাদের ব্যুরোর নিরীক্ষক তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে ও তাদের বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১. বার্ষিক রিপোর্ট ঃ

এনজিও সমূহ তাদের কার্যক্রমের বার্ষিক রিপোর্ট অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবে এবং তার প্রতিলিপি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্এণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসককে প্রদান করবে। এ প্রতিবেদনে নিবলিখিত তথ্য/বিষয়গুলি অনুর্ভূক্ত থাকতে হবে ঃ

ক. বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। প্রকল্প ভিত্তিক এ সব প্রতিবেদনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হবে অঙ্গ ভিত্তিক নির্ধারিত ব্যয়ের বিপরীতে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব সাফল্যের ছককৃত বিবরণ। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের উপজেলা ও জেলাওয়ারী ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সুস্পষ্টরূপে দেখাতে হবে।

খ. যানবাহনসহ সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

গ. সংস্থার নিজস্ব আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিবরণ (অঙ্গ ভিত্তিক)।

ঘ. সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ ।

ঙ. সংস্থার ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিভাজনসহ বিবরণ।

চ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, সরকারের বিভিন্ন মন্এণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ।

ছ. বার্ষিক রিপোর্ট ঐ সংস্থায় ব্যক্তিবর্গের (যাদের মাসিক বেতন ও ভাতা ৫,০০০/- টাকা বা তার উর্দ্ধে অথবা এককালীন প্রাপ্তি ১০,০০০/- টাকা বা তার উর্দ্ধে) নাম, পদবী, যোগ্যতা, বয়স, জাতীয়তা, মোট বেতন, ভাতা এবং সংস্থার চাকুরীকাল উল্লেখ করে একটি বিবরণ সংযুক্ত থাকবে।

১২. আইন ভঙ্গ এবং অর্থ আত্মসাতের কারণে নিবন্ধন বাতিল এবং মামলা দায়ের ঃ

ক. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978-এর ৬(১) ও ৬(এ) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের উপর থাকবে। ব্যুরোর পরিচালক মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে অধ্যাদেশের ৬(১) ও ৬(এ) ধারাবলে নিবন্ধন বাতিল, প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ এবং আদালতে মামলা দায়ের করবেন।

খ. দেশে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে ব্যুরো সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাসংগিক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে।

গ. পার্বত্য এলাকায় এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে নিস্পত্তির জন্য তা প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করা যেতে পারে।

ঘ. পার্বত্য এলাকায় এনজিওদের যে কোন কার্যক্রম আপত্তিজনক হিসেবে বিবেচিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্এণালয়ের মতামত নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উক্ত কার্যক্রম বাতিল করতে পারবে।

১৩. নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন অথবা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার বিষয়ে পর্যালোচনা (জবারব) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে এনজিও সমূহ ঐ বিষয়ে পর্যালোচনা প্রস্তাব এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট উপস্থাপন করতে পারবে।

১৪. পার্বত্য জেলাসমূহে এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী ঃ

ক. সরকার কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালা অনুযায়ী পার্বত্য জেলাসমূহে উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিওসমূহকে সরকারের কোন মন্এণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।

খ. এনজিওসমূহ পার্বত্য জেলাসমূহে সকল প্রকার ইতিবাচক, উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

গ. উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সমস্যা ও এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজন চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত ও আশু প্রয়োজন চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত ও আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে এনজিওসমূহকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হবে।

ঘ. এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওগুলো অগ্রাধিকার পাবে। পার্বত্য এলাকার বাইরের এনজিওগুলো পার্বত্য জেলাসমূহে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। স্থানীয় এনজিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাওয়া না গেলে পার্বত্য এলাকার বাইরের এনজিওগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্এণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

ঙ. ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রেখে এনজিওসমূহ উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

চ. পার্বত্য এলাকায় কর্মরত এবং কাজ করতে ইচ্ছুক এনজিও সমূহ নিম্নবর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ প্রতিপালন করে চলবে ঃ

(১) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটায় এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

(২) ধর্মীয় অনুভূতি বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা এবং ধর্মান্তরকরণ করা যাবে না।

(৩) সাম্প্রদায়িক কাজে উস্কানী প্রদান করে এমন কোন কাজ করা যাবে না।

(৪) জাতীয় বা আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কোন কাজ করা যাবে না।

(৫) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোন কর্মকান্ড করা যাবে না যা ঐ এলাকার অধিবাসীদের বিচিছন্নতাবাদ বা গোষ্ঠিগত আন্দোলনে উৎসাহিত করে।

(৬) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবেনা।

(৭) দেশী/বিদেশী বিচিছন্নতাবাদী আন্দোলনরত কোন ব্যক্তি/সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কোন উস্কানীমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে না।

ছ. এনজিওদের কার্যক্রম, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মএলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোন এনজিও অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, কর্ম পরিকল্পনা বা কর্মএলাকার বাইরে কাজ করলে অথবা ১৪(চ) অনুচেছদ বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ লংঘন করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশক্রমে তাদের বিরূদ্ধে নিবন্ধন বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

স্বাঃ-
(গোলাম রহমান)
প্রধানমন্এীর সচিব।